মুসনাদে আহমাদ

হাদিস নাম্বারঃ ৯৬৩

মুসনাদে আলী ইবনে আবি তালিব (রাঃ) [আলীর বর্ণিত হাদীস] (مسند علي بن أبي طالب)

আরবী

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَاصِمٍ، أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ سُمَيْعٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ: كُنْتُ قَاعِدًا عِنْدَ عَلِيٍّ، قَالَ: فَجَاءَ صَعْصَعَةُ بْنُ صُوحَانَ فَسَلَّمَ، ثُمَّ قَامَ فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، انْهَنَا عَمَّا نَهَاكَ عَنْهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: " نَهَانَا عَنِ الدُّبَّاءِ، وَالْحَنْتَمِ، وَالْمُزَفَّتِ، وَالنَّقِيرِ، وَنَهَانَا عَنِ الْقَسِّيِّ، وَالْمِيثَرَةِ الْحَمْرَاءِ، وَعَنِ الْحَرِيرِ، وَالْحِلَقِ الذَّهَبِ ثُمَّ قَالَ: كَسَانِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُلَّةً مِنْ حَرِيرٍ، فَخَرَجْتُ فِيهَا لِيَرَى النَّاسُ عَلَيَّ كِسْوَةَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: " فَرَآنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَمَرَنِي بِنَزْعِهِمَا، فَأَرْسَلَ بِإِحْدَاهُمَا إِلَى فَاطِمَةَ، وَشَقَّ الْأُخْرَى بَيْنَ نِسَائِهِ

صحيح لغيره، علي بن عاصم ضعيف، وقد توبع
وأخرجه النسائي 8/166 من طريق إسرائيل، عن إسماعيل بن سميع، بهذا الإسناد.
وقال فيه: "مالك بن عمير، عن صعصعة بن صوحان قال: قلتُ لعلي
وسيأتي برقم (1162) و (1163)

বাংলা

৯৬৩। মালিক ইবনে উমাইর বলেন, একদিন আমি আলী (রাঃ)-এর নিকট বসা ছিলাম। তখন সা’সা’য়া ইবনে সুহান তার নিকট এলেন এবং সালাম করলেন। তারপর দাঁড়িয়ে বললেন, হে আমীরুল মুমিনীন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনাকে যে সকল কাজ করতে নিষেধ করেছেন, তা থেকে আমাদেরকে নিষেধ করুন। তখন আলী (রাঃ) বললেন, তিনি আমাদেরকে ’দুব্বা’ (লাউয়ের খোলস) ’হান্তম’ (মাটির সবুজ পত্র বিশেষ), ’মুযাফফাত’ (তৈলাক্তপাত্র বিশেষ) ও ’নকীর’ (কাঠের পাত্র বিশেষ) ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন।*

তিনি আরো নিষেধ করেছেন রেশম ব্যবহার করতে, লাল বর্ণের গদি ব্যবহার করতে, রেশমী পোশাক পরতে ও স্বর্ণের আংটি পরতে। তারপর বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে একটা রেশমী পোশাক পরালেন। পরে আমি যখন সেটি পরিধান করে বাইরে বের হয়েছি, যাতে লোকেরা আমার পরনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দেওয়া পোশাক দেখতে পায়, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে দেখে পোশাকটি খুলে ফেলতে বললেন। পরে তার একাংশ ফাতিমাকে পাঠালেন এবং অপরাংশ তার স্ত্রীদের মধ্যে বণ্টন করলেন।

[আবু দাউদ-৩৬৯৭, নাসায়ী-৮/১৬৬ ও ৩০২, মুসনাদে আহমাদ-১১৬২, ১১৬৩]

ফুটনোট

* জাহেলী যুগে এসব পাত্রে শরাব রাখা হতো। তাই প্রথম প্রথম এ সকল পাত্রের ব্যবহার নিষেধ করা হয়। যাতে এসব পাত্রের ব্যবহারে শরাবের কথা তাদের মনে উদিত না হয়। হাদীসের মূল উদ্দেশ্য শরাবের ব্যবহার নিষিদ্ধ করা।

হাদিসের মান: সহিহ (Sahih) পুনঃনিরীক্ষণ বাকি

পাবলিশারঃ বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার

Link — https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=64249

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন